

সীমিত
অধ্যায়-৯
অনুচ্ছেদ-৩৪
সড়ক ও বিমান ক্ষেত্র

৩৪০১।

বিমান ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সংজ্ঞা সমূহ।

ক। এএলজি। (এ্যাডভান্স ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড) যুদ্ধের সময় ট্যাকটিক্যাল বিমান বাহিনী কর্তৃক বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য যে রানওয়ে বানানো হয় তাকে এএলজি বলে।

খ। এএসপি। (এয়ার ক্র্যাফট সার্ভিসিং প্ল্যাটফর্ম) ইহা ঐ স্থান, যেখানে বিমান মেরামত অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

গ। এ্যাপ্রোন।

(১) যেখানে বিমান রাখা হয়।

(২) ইহা কনক্রীট, ইট, পাথরের স্তর যা কালভার্ট এর বাহিরে তৈরি করা হয়। এর ফলে পানি প্রবাহের দরুন গর্তের সৃষ্টি হয় না।

ঘ। ক্লিয়ারড স্ট্রিপ। যখন ফ্লাইট স্ট্রিপ বা ট্যাক্সি ট্র্যাক এর উভয় পার্শ্বে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত ভূমির বাঁধা পরিষ্কার করা হয় তাকে ক্লিয়ারড স্ট্রিপ বলে।

ঙ। কন্ট্রোল টাওয়ার। যেখান হতে বিমানকে ভূমিতে ও আকাশে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পাইলট বিমান নিয়ে উঠার আগে এবং পরে প্রতিবেদন দেয়, তাকে কন্ট্রোল টাওয়ার বলে।

চ। রানওয়ে। যেখানে সবসময় বিমান উঠানামা করে।

ছ। ল্যান্ডিং জোন। এয়ারবোর্ন অপারেশনের সময় প্রাকৃতিকভাবে পছন্দ করা জায়গায় বিমান অবতরণ ও উড্ডয়ন করাকে ল্যান্ডিং জোন বলে।

জ। ট্যাক্সি ট্র্যাক। রানওয়ে থেকে বিমান নিজ নিজ স্থানে যাওয়ার জন্য যে রাস্তা বানানো হয় তাকে ট্যাক্সি ট্র্যাক বলে।

৩৪-১

সীমিত

সীমিত

ঝ। এয়ার ড্রিপ। পরিস্কার এলাকা যা বিমান উঠা-নামার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে এয়ার ড্রিপ বলে।

ঞ। ক্লিয়ারেন্স জোন। রান ওয়ের দুই পার্শ্বে যা পরিস্কার রাখা হয় যা বিপদজনক ল্যান্ডিং এর সময় ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্লিয়ারেন্স জোন বলে।

৩৪০২।

সড়কে ব্যবহৃত সংজ্ঞা সমূহ।

ক। সাবথ্রেড। ইহা মাটির ভিত্তি যা রাস্তার সাপোর্ট হিসাবে কাজ করে বা রাস্তার ভার বহন করে।

খ। সাববেস। ফরমেশন লেভেল এবং বেসের মধ্যবর্তী উপাদান সমূহের স্তর যা রাস্তার ভার বন্টন করে তাকে সাববেস বলে।

গ। বেস। পেভমেন্ট এবং সাববেসের মধ্যবর্তী স্তরকে বেস বলে। ইহা রাস্তার একটা অংশ যা রাস্তার লোড সাববেস এবং সাবথ্রেডে পাঠিয়ে দেয়।

ঘ। পেভমেন্ট। বেসের উপরের কাঠামোকে পেভমেন্ট বলে।

ঙ। ক্যারিজওয়ে। ইহা রাস্তার ঐ অংশ যে স্থান দিয়ে ট্রাফিক চলাচল করে অর্থাৎ গাড়ীর হুইল চলাচল করে তাকে ক্যারিজওয়ে বলে।

চ। ক্যান্সার। ক্রাউন হতে দুই পার্শ্বে বাহিরের দিকে সোল্ডার পর্যন্ত রাস্তার উপরে যে স্লোপ দেয়া হয় তাকে ক্যান্সার বলে।

ছ। ক্রাউন। রাস্তার মধ্যবর্তী ক্যারিজওয়ের সবচেয়ে উপরের অংশকে ক্রাউন বলে।

জ। সোল্ডার। পেভমেন্ট এবং সাইড ড্রেন এর মধ্যবর্তী জায়গাকে সোল্ডার বলে।

ঝ। এবাটমেন্ট। ব্রীজ এর দুই মাথায় যে সাপোর্ট থাকে, সেগুলিকে এবাটমেন্ট বলে।

এ৩। উইং ওয়াল। ব্রীজ এর এবাটমেন্টের দুইপার্শ্বে যে ওয়াল থাকে, সেগুলিকে উইং ওয়াল বলে।

ট। ক্রসফল। রাস্তার পানি নিষ্কাশনের জন্য রাস্তার বাহিরের দিকে যে স্লোপ দেয়া হয় তাকে ক্রস ফল বলে।

ঠ। সাইড ড্রেন। রাস্তার পানি নিষ্কাশনের জন্য রাস্তার দুইদিকে রাস্তার সমান্তরালভাবে যে নর্দমা তৈরি করা হয় তাকে সাইড ড্রেন বলে।

ড। ক্যাচ ওয়াটার ড্রেন। রাস্তার আশে পাশের এলাকার পানি সংগ্রহ করতে যে ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয় এবং এর ফলে ঐ পানি রাস্তায় প্রবেশ করতে পারে না তাকে ক্যাচ ওয়াটার ড্রেন বলে।

ঢ। রিটেইনিং ওয়াল। যানবাহন চলাচলের সময় রাস্তার পার্শ্বে যে চাপ সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে রাস্তার সাইডের মাটি ধ্বসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা প্রতিরোধ করার জন্য যে ওয়াল বানানো হয় তাকে রিটেইনিং ওয়াল বা গ্রাভিটি ওয়াল বলে।

ন। ব্রেস্ট ওয়াল। খাড়া পাহাড়ের মাটি ধ্বসে বা পাহাড় ধ্বসে রাস্তা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য যে ওয়াল বানানো হয় তাকে ব্রেস্ট ওয়াল বলে।

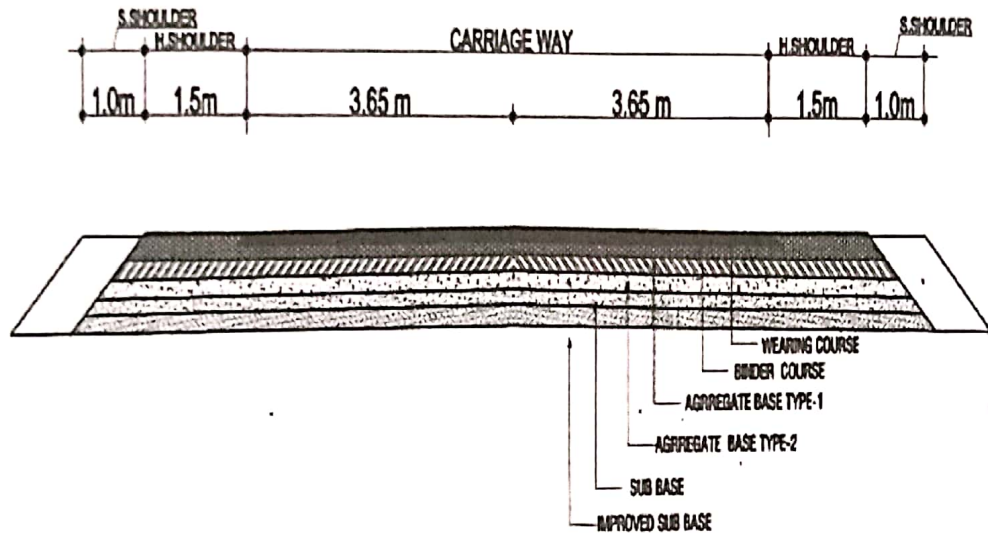
ত। উইপ হোল। রিটেইনিং ওয়াল বা ব্রেস্ট ওয়ালের মধ্যে যে সব ছিদ্র রাখা হয় তাকে উইপ হোল বলে। এর সাহায্যে রাস্তার মধ্যে বা পাহাড়ের মধ্যের পানি নিষ্কাশন হয়। হোলের সাইজ ২' হতে ৩'। ছিদ্র এর দূরত্ব ৩' থেকে ৪'। সারি থেকে সারির দূরত্ব ১' থেকে ১ - ৬'।

থ। টো ওয়াল। রাস্তার পার্শ্বের নতুন ভরাট মাটিকে ধ্বসে পড়া থেকে বাঁচানোর জন্য নীচে যে ওয়াল বানানো হয় তাকে টো ওয়াল বলে।

সীমিত

দ। সুপার এলিভেশন। রাস্তার বাঁকে রাস্তার ভিতরের দিক থেকে বাহিরের দিকে কিছুটা উচু রাখতে হয় ফলে চলন্ত গাড়ীর সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স কমে যায় এবং গাড়ী রাস্তার উপর থাকে। রাস্তার বাঁকে সুপার এলিভেশন না থাকলে চলন্ত গাড়ী রাস্তার বাহিরে চলে যেত।

ধ। গ্রেডিয়েন্ট। রাস্তায় যে উচু নীচু হয়, তাকে যে হিসাবে প্রকাশ করা হয় তাকে গ্রেডিয়েন্ট বলে।



চিত্র ৩৪-১ : সড়কের বিভিন্ন স্তর সমূহ।